জাতের বিবরণ

ফসলের নাম : **বেবী কর্ণ**

জাতের নাম : **বারি বেবী কর্ণ-১**

বৈশিষ্ট্য : গাছের গড় উচ্চতা ১৪০-১৫৫ সে.মি। রবি মৌসুমে পুরুষ ফুল বের হতে গড়ে ৮৬ দিন এবং বীজ বোনার তারিখ থেকে বেবী কর্ণ সংগ্রহ করা পর্যন্ত ৮৫ - ১০০ দিন সময় লাগে। মোচার অগ্রভাগ সুচালো এবং মোচাতে সারির বিন্যাস সামঞ্জস্যপূর্ন। প্রতিটি গাছে ২/৩টি করে মোচা উৎপন্ন হয়। রবি মৌসুমে গড় ফলন ১.২৭ -১.৩০ টন/ হেক্টর (খোসা ছাড়া)। এছাড়া হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন সবুজ বায়োমাস পাওয়া যায় যা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উপযোগী এলাকা : উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি অথবা পানি দাঁড়ায় না এমন এঁটেল মাটিতেও বেবী কর্ণ চাষ করা যায়।

বপনের সময় : রবি মৌসুমে অক্টোবর-নভেম্বর, খরিপ-১ মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি -১৫ মার্চ ও খরিপ-২ জুলাই-আগষ্ট মাসে বীজ বপন করা সম্ভব। অতি বৃষ্টিতে বীজ পঁচে যেতে পারে ও নিম্ন তাপমাত্রায় অংকুরোদগমে সমস্যা হয় বিধায় এ সময় বীজ বপন না করাই উত্তম।

মাড়াইয়ের সময় : নিচের দিকে মোচার মাথায় যখন সিল্কগুলো ১.০-৩.০ সেমি লম্বা হয় এবং পরাগায়নের পূর্বে বা সিল্ক আসার ১-২ দিন পর ধারালো চাকু বা কাচি দ্বারা মোচাটি গাছ থেকে কেটে নিতে হবে। পরাগায়ন রোধে বেবী ভুট্টা চাষে সাধারনত মঞ্জুরীদন্ড অপসারণ করা হয়। অন্যথায় মোচার গুনগত মান খারাপ হয় এবং বাজারমূল্য কমে যায়।

চিত্র ১. বারি বেবি কর্ণ-১

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

রোগবালাই: অন্যান্য ভুট্টার মত বেবী ভুট্টাতেও উল্লেখ্যযোগ্য রোগের মধ্যে লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো, শীথ ব্লাইট বা পাতার খোল ঝলসানো এবং লিফ স্পট বা পাতার দাগ রোগ বাংলাদেশে কম বেশি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ২. পাতা ঝলসানো রোগে আক্রান্ত ভুট্টা গাছ।

চিত্র ৩. পাতার দাগ রোগে আক্রান্ত ভুট্টা গাছ।

দমন ব্যবস্থা: টিল্ট ২৫০ ইসি ছত্রাকনাশক অথবা ফলিকিউর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৪ বার গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করলে পাতা ঝলসানো, শীথ ব্লাইট বা পাতার খোল ঝলসানো এবং পাতার দাগ রোগ দমন করা যায়।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

পোকামাকড়ঃ মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু কীটপতঙ্গ ভুট্টা ফসলকে আক্রমণ করে। এর মধ্যে কাটুই পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা, পাতা খেকো লেদা পোকা ও জাব পোকা অন্যতম।

চিত্র ৪. কাটুই পোকা আক্রান্ত গাছ।

চিত্র ৫. পাতা খেকো লেদাপোকা আক্রান্ত গাছ

চিত্র ৬.জাব পোকা আক্রান্ত গাছ

চিত্র ৭. ডগা ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

দমন ব্যবস্থা: কাটুই পোকা দমনের জন্য ভোর বেলা কাটা চারা গাছের গোড়া খুড়ে কীড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে। তাছাড়া হালকা সেচ দিলে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে আসবে, ফলে সহজে পাখি এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বারা মেরে ফেলা যাবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ৫

মি.লি. কীটনাশক (ডার্সবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি) মিশিয়ে গাছের গোড়ায় চার দিকে বিকাল বেলায় ভালভাবে স্প্রে করে দিতে হয়। আবার পাতা খেকো লেদা পোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ গ্রাম কীটনাশক (প্রোরোক্লেইন ৫ এসজি বা ইমাকর ৫ এসজি) মিশিয়ে গাছের উপরিভাগ ভালভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। জাব পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার সাথে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা সাবানের গুড়া মিশ্রিত করে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে বায়োনিম ১ ইসি বা ফাইটোম্যাক্স ৩ ইসি (১ মি.লি.) অথবা মেলাডান ৫৭ ইসি (২ মি.লি.) হারে ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়। ডগা ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ফুরাডান ৫ জি প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি হারে অথবা ৩/৪ টি দানা প্রতি গাছের উপরিভাগে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হয় যেন দানাগুলো কান্ড এবং পাতার মাঝে থাকে। চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গ মিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রান্ত মাঠ বায়ো কীটনাশক যেমন স্পিনোসেড প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. মার্শাল ২০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই পোকা দমন করা যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

সারের নাম	**হেক্টর প্রতি (কেজি)**
ইউরিয়া	২২০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	১৪০-২২৫ কেজি
এমপি	১০০-১৬০ কেজি
জিপসাম	৭৫-১২০ কেজি
জিংক সালফেট (প্রয়োজন বোধে)	১০-১৪ কেজি
বরিক এসিড (প্রয়োজন বোধে)	৫-৮ কেজি

জমি তৈরীর শেষ পর্যায় ইউরিয়া এর এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এর দুই তৃতীয়াংশ সমান দু’ভাগ করে রবি মৌসুমে বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতার সময়) প্রথম ভাগ এবং বীজের জন্য চাষ

করলে ৬০-৬৫ দিন পর (গাছের মাথায় পুরুষ ফুল বের হওয়ার আগে) দ্বিতীয় ভাগ উপরি প্রয়োগ করতে হবে। খরিপ মৌসুমে ভুট্টার জীবনকাল কিছুটা কম হওয়ায় বীজ গজানোর ২০-২৫ দিন পর প্রথম উপরি প্রয়োগ এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকা আবশ্যক। ভাল ফলনের জন্য গোবর সার ৫-৭ টন/হেক্টর প্রয়োগ করতে হবে।